ফিস-ফাস-ফিস

(প্রসঙ্গঃ- হস্তমৈথুন ও স্বমেহন)

জাহিদ রাসেল
jahid_humanist@yahoo.com

পুরুষের হস্তমৈথুন ও নারীর স্বমেহন যৌন জীবনের একটি স্বাভাবিক অংশ। যৌনমিলন ছাড়াও নারী-পুরুষ যৌন আনন্দ পেতে পারে। পুরুষেরা হস্তমৈথুন ও নারীরা স্বমেহনের দ্বারা যৌন আনন্দ পেতে পারে। যৌন আনন্দ পেতে সারা বিশ্বের শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ পুরুষ ও ৬০ ভাগ নারী হস্তমৈথুন বা স্বমেহনের সাহায্য নিয়ে থাকে। মানুষের হস্তমৈথুন বা স্বমেহনের পিছনে সাধারণত যে সকল কারণ পাওয়া যায় তার মধ্যে যৌন অনন্দ পাওয়া, উদ্বেগ মুক্ত হওয়া, বিষন্নতা কাটিয়ে উঠা বা কখনো যৌন সঙ্গী সঙ্গমে অক্ষম বা রাজি না হাওয়া কারণ গুলোই প্রধান।

কিন্তু আমাদের সমাজে র অধিকাংশ মানুষ যদিও হস্তমৈথুন বা স্বমেহন করে থাকে কিন্তুঅনেকেই এটাকে মারাত্মক অপরাধ মনে করে, অনেকেই অপরাধবোধে ভোগে, কিন্তু কেন!!?

এ বিষয়ে ইসলাম কি বলে-

ইমাম শাফির মতে কোরানের নিম্নের আয়াত সমুহের উপর ভিত্তি করে ইসলামে হস্তমৈথুন ও স্বমেহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে,

‘‘আর যারা নিজেরাই তাদের আঙ্গিক কতর্ব্যাবলী সম্পর্কে যত্নবান,- তবে নিজেদের দম্পত্তি অথবা ডান হাতে যাদের ধরে রেখেছে তাদের ছাড়া, কেননা সেক্ষেত্রে তারা নিন্দনীয় নহে, কিন্তু যে এর বাইরে যাওয়া কামনা করে তাহলে তারা নিজেরাই হবে সীমালংঘন কারী।’’(২৩:৫-৭)

‘‘আর যারা বিবাহের পাত্র-পাত্রী খোঁজে পায়না তারা যেন সংযত হয়ে চলে যতোক্ষন না আল্লাহ তার করুনা ভান্ডার থেকে তাদের সম্পদ দান করেন’’(২৪:৩৩)।

শাফি মতালম্বী বিশেসজ্ঞরা মনে করেন হস্তমৈথুন বা স্বমেহন কোরানের ‘আল-মুমিন’ সুরার উপরোক্ত (৫-৭)আয়ত অনুযায়ী সীমা লংঘিত একটি কাজ তাই তারা হস্তমৈথুন বা স্বমেহনকে নিষিদ্ধ তালিকা ভুক্ত করেছেন।

অন্যদিকে, কিছুশরিয়া বিশেষজ্ঞের মতে ‘‘ আল-মুমিন’’ সুরার উপরোক্ত (৫-৭) আয়াত অনুযায়ী সীমা লংঘিত কাজ বলতে বিবাহকালীন অনৈতিক

সম্পর্ককেই (জিনা) বুঝানো হয়েছে, এ দ্বারা হস্তমৈথুন বা স্বমেহন বুঝানো হয় নি। যাদের মতের সাথে অনেকাংশে মিল রয়েছে হানিফি মতালম্বিদের। যাদের মতে হস্তমৈথুন বা স্বমেহনকে সাধারণভাবে নিষিদ্ধ হলেও, কিছু শর্ত সাপেক্ষে তা করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শর্ত গুলো হলোঃ-

১। ব্যক্তি যদি অবিবাহিত হয়।
২। যদি সে মনে করে হস্তমৈথুন বা স্বমেহন না করলে সে ‘‘জিনায়’’ লিপ্ত হতে পারে।
৩। যদি এক্ষেত্রে তার লক্ষ্য যৌন কামনা চারিতার্থ না হয়ে যৌন উদ্বেগ মুক্ত হবার জন্য হয়।

তাই বলা যায়, ইসলামী শরিয়া বিশেষজ্ঞদের মত পাথর্ক্যকে মাথায় রেখেও বলা যায় শুধুমাত্র যৌন আকাংক্ষা পূরনের মাধ্যম হিসেবে হস্তমৈথুন বা স্বমেহন ইসলামে গ্রহনীয় নয় ।

এবার আসুন শুনি মহানবীর যে হাদীসের ভিত্তিতেও ইসলামে হস্তমৈথুন ও স্বমেহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেটিঃ-

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন,আমারা যুবক বয়সে মহানবী(সঃ) সাথে ছিলাম, এবং আমাদের কোন সম্পদ ছিল না। তাই আল্লাহর রসূল আমাদের বলেন- ‘‘ হে যুবকগন। তোমাদের মধ্যে যাহাদের সামর্থ আছে তাহাদের বিবাহ করা কতর্ব্য, কারণ উহা দৃষ্টিকে সংযত এবং গুপ্ত স্থানকে রক্ষাকরে। আর যে ব্যক্তি অসমর্থ, তাদের পক্ষে রোযা রাখা কতর্ব্য, কারণ উহা তাহাকে সংযমী করিবে।’’(বোখারিঃ৫০৬৬)

কি অদ্ভুত সমাধান!! বিয়ে করবার সামর্থ্য না থাকলে রোজা রেখে কাম দমন করতে হবে, তবুহস্তমৈথুন বা স্বমেহন করা যবে না।

হস্তমৈথুনের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভ্রান্তচিন্তা ও কুসংস্কার গুলো হচেছঃ-

- এটি শারিরীক ও মানুষিক অসুস্থতার সৃষ্টি করে।
- এটি চোখের দৃষ্টি শক্তি কমিয়ে দেয়।
- এক ফোটা বীর্যে চল্লিশ ফোটা রক্ত থাকে।
- হস্ত মৈথুন পুরুষকে পুরুষত্বহীন করে।
- হস্তমৈথুন লিঙ্গের স্নায়ুও রক্তচলাচলের কোষকে দুর্বল করে।
- এটা পিঠে ব্যথার সৃষ্টি করে।
- অনেকে মনে করে হস্তমৈথুনের দ্বারা ভ্রু হত্যা করা হয়।
- এটা একজন পুরুষকে সমকামী করে তুলতে পারে।
- অনেকে আবার মনে করে হস্তমৈথুন ও স্বমহনের ফলে নৈতিকতার অধঃপতন হয়।
- এটি যৌন উত্তেজনা কমিয়ে থাকে, পরবর্তিতে দ্রুত বীর্যপাত ঘটায়।

.

আসলে যখন কোরানের এই সকল আয়াত ও হাদিস সমূহ নাযিল হয় এবং যখন এগুলোর ভিত্তিতে হস্তমৈথুন নিষিদ্ধকরা হয় তখন মানুষের মধ্যে উপরোক্ত ভ্রান্ত চিন্তা ও কুসংস্কার গুলো আরো বেশি মাত্রায় প্রচলিত ছিল তাই ইসলামে হস্তমৈথুন বা স্বমেহন নিষদ্ধ করা হয়। কিন্তু আসল চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রকৃত সত্যটা কি? প্রকৃত সত্য হলো, হস্তমৈথুন যৌন চাহিদা মেটাবার পাশ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন স্বাস্থ্যসম্মত একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।''দ্যা আমেরিকান মেডিক্যাল কমিউনিটি'' ১৯৭২ সালে একে একটি স্বাভাবিক মানবিক যৌন আচরন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

হস্তমৈথুন বিষয়ে আলফ্রেড কিনসের প্রকাশিত প্রকৃত সত্যগুলো হলোঃ-

- পরিমিত মাত্রার হস্তমৈথুন ভালো।
- ২৫বছরের পর দৈনন্দিন হস্তমৈথুন্য ক্ষতিকর নয়।
- এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।
- এটি আত্ববিশ্বাস বাড়ায়।
- অতিরিক্ত মাত্রায় হস্তমৈথুন খারাপ(একই দিনে বেশ কয়েক বার)।
- হস্তমৈথুন যৌন মিলনের কৌশল বাড়াতে সাহায্য করে।
- এটি একটি তৃপ্তি দায়ক যৌন কৌশল।

.

তাছাড়া এটি বিষন্নতা বা উদ্বেগ দূর করতে, পুরুষদের জন্যে শীঘ্রবীয র্পতন রোধের, নারীদের অরগাজম পাবার পদ্ধতি শিখাতে ও সাহায্য করে। কখনো বা চিকিৎসকরা রোগিদের বিভিন্ন যৌন রোগের চিকিৎসার জন্যে হস্তমৈথুনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত নারী-পুরুষের সংখ্যাই বলে দেয় ধর্মীয় বিধিনিষেধ মানুষের যৌন আনন্দ লাভের এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া রোধ করতে পারে নি বা পারবে না। কিন্তু ধর্মীয় এই নিষেধাজ্ঞা মানুষে মনে অযথা পাপ বা অপরাধবোধ তৈরি করে মানুষকে হীন্যমনতায় ভোগায়। স্বাভাবিক মানুষিক বিকাশের পথকে করে রুদ্ধ।

সাধারণত ছয় বছর থেকে বয়ঃপ্রাপ্তি পযর্ন্তসময়কে বলে ''সংগঠন ও হীন্যমনতার সময়''। এ সময়ে ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন ভ্রান্ত যৌন শিক্ষা লাভ করে। যা সংকীর্ন এবং অসংলগ্ন। অধিকাংশ পিতা মাতা তাদের ছেলে মেয়েদের সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে যৌন সংক্রান্তপ্রশ্ন গুলো এড়িয়ে যান বা যৌনতা একটি নোংরা বিষয় এ ধারণা দিয়ে থাকেন । আমাদের স্কুল কলেজের পাঠ্য বই গুলোতে যৌন শিক্ষা বিষয়ক কোন অধ্যায় যোগ করা হয়না। তাই হস্তমৈথুন্য বা স্বমেহনের মতো যৌন সংকান্ত বিভিন্ন বিষয়ে জানতে আমাদের দেশের অল্প ও অধ র্শিক্ষিত পাঠকেরা অশ্রয় নেয় ফুট পাতে বিক্রি হওয়া ''রসময় গুপ্তের'' মতো লেখকদের

ভুলে ভরা বিকৃত চটি বইয়ের উপর। বিভিন্ন পত্র- পত্রিকায়, লিফলেটে-ব্যনারে প্রতিদিন তাই চোখে পরে বিভিন্ন জ্যোতিষি, ওঝা, সর্ব রোগ বিষেসজ্ঞদের বিজ্ঞাপন যারা অন্য বিভিন্ন রোগের মতো হস্তমৈথুনেরও ঔষধ দিয়ে থাকেন।

বাজারে আজকাল যৌনবিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত কিছু ভালো (খুবি অল্প সংখ্যক) বই পাওয়া যাচ্ছে। তবে এ সকল বইয়ের উপর ''যৌন'' শব্দটি থাকলেই অধিকাংশ অভিবাবক সন্তানের দিকে বাঁকা চোখে তাকান। পাঠকের বিভিন্ন যৌন সংকান্ত প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে ইন্টারনেটে অনেক ভালো ওয়েবসাইট আছে। বাংলাভাষায় ও এধরনের প্রশ্ন উত্তর সম্বলিত পূনাঙ্গ ওয়েব সাইট দরকার। শক্ত হাতে দমন করা দরকার ভন্ড ''সর্ব রোগ বিসারদ'' ভন্ড জ্যোতিষি, ওঝাদের। স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হোক ''যৌন শিক্ষা'' বিষয়ক অধ্যায়, এবং তা হতে হবে অবশ্যয়ই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ভিত্তি করে, কোন ভাবেই ভুলে ভরা প্রাচীন ধর্মীয় জ্ঞানকে ভিত্তি করে নয়।

মুক্ত-মনাদের শুভেচছা।